কে এই ভাইরাস স্রষ্টা ডার্ক এ্যাভেঞ্জার ?

কমপিউটার ভাইরাস লেখকদের অন্ধকার জগতে তিনি পরিচিত 'ডার্ক এ্যাভেঞ্জার' নামে। শুধুমাত্র এটুকু জানা গেছে যে তিনি একজন অসাধারণ কমপিউটার প্রোগ্রামার এবং একজন বুলগেরীয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় কমপিউটার নিরাপত্তা সমিতির নির্বাহী বব বেলেস বলছেন যে, ভাইরাস স্রষ্টাদের যদি কোন সম্মান স্মারক বা হল অফ ফেম থাকতো তাতে নিশ্চিতভাবে স্থান পেতেন ডার্ক এ্যাভেঞ্জার। ইংল্যাণ্ডের অন্যতম ভাইরাস বিরোধী গবেষক এ্যালেন সোলোমন বলেন, 'সে-ই প্রধান অনাসৃষ্টিকারী।'

পশ্চিমা বিশ্বে তার প্রকৃত নাম কেউ জানে না। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার একটা অংশ জুড়ে কমপিউটার আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ একদল তরুণ প্রোগ্রামার বৈধ সফটওয়্যার তৈরী না করে তৈরী করেন কমপিউটার তথ্য বিনাশী প্রোগ্রাম যা 'ভাইরাস' বলে পরিচিত। সেই নিষিদ্ধ জগতে বিশ্বের একজন চৌকষ ভাইরাস লেখক হলেন এই ডার্ক এ্যাভেঞ্জার। তিনি এখন তার খেলার কৌশল পাল্টাতে যাচ্ছেন।

ডার্ক এ্যাভেঞ্জার এটিকে আখ্যায়িত করেছেন তার মিউটেশন ইঞ্জিন বা পরিবর্তিত কৌশল হিসেবে। এ বছরের গোড়ায় তিনি তার আরো শক্ত ভাইরাস পলিমরফিক কমপিউটার জগৎ-এ ছাড়েন। কিছু গবেষক দ্রুত এটিকে পর্যুদস্ত করলেও তারা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত যে 'ইঞ্জিন' অন্যদের পলিমরফিক ভাইরাস লিখতে অনুপ্রাণিত করবে।

সম্প্রতি বৃটিশ প্রকাশনা 'ভাইরাস নিউজ ইন্টারন্যাশনাল'-এর এক বিরল সাক্ষাৎকারে ডার্ক এ্যাভেঞ্জার বলেন, 'আমার মিউটেশন ইঞ্জিন এখনো পরিমার্জিত হয়নি, তবে একটা নতুন বুদ্ধি বেড় করার জন্য এটি বেশ কার্যকর।' তিনি বেশ কয়েকটি কমপিউটার চালিত বুলেটিন বোর্ডে তার 'ইঞ্জিন' প্রচার করেন এবং এটি প্রতিরোধের বিধির নির্দেশিকাও দেন। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য তিনি একটি বুলগেরীয় টেলিফোন নম্বর পর্যন্ত উল্লেখ করেন যেটিতে ফোন করে পরবর্তীতে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

বুলগেরিয়ার সোফিয়াস্থ ভাইরাস, দমন ল্যাবের প্রাক্তন ডিরেক্টর ভেসলিন বোনচেভ যিনি এখন জার্মানীর হ্যামবার্গে পিএইচডি করছেন। বলেন, 'অন্যসব বুলগেরীয় ভাইরাস লেখকদের মত ডার্ক এ্যাভেঞ্জার দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং শিশুসুলভ মানসিকতার নন। তাকে একটা বিপদগামী প্রযুক্তি মেধা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।'

তার ভাইরাসের ধ্বংসে ক্ষমতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে এ্যাভেঞ্জার বলেন, 'ডাটা ধ্বংস করাটা একটা আনন্দ এবং তিনি অন্য মানুষের কাজ বিনষ্ট করে আনন্দ পান।' ডার্ক এ্যাভেঞ্জার হচ্ছেন পূর্ব ইউরোপের বৃহদাকার সমস্যার ফসল। আশির দশকের গোড়ায় বুলগেরীয় নেতারা তাদের দেশকে অঙ্গীকার করলো পূর্ব ব্লকের সিলিকন ভ্যালি হিসেবে গড়ে তোলার। কিন্তু গোড়াতেই মারাত্মক ভুল করে বসলো তারা। বৈধ সফটওয়্যার তৈরীর কৌশলের প্রশিক্ষণ না দিয়ে তারা দেশের সেরা সন্তানদের ঠেলে দিল আইবিএম ও এপলের চোরা পিসির অবৈধ সংস্করণ তৈরী করতে। এভাবে বুলগেরীয় প্রোগ্রামাররা রপ্ত করে ফেললো অন্যদের সফটওয়্যার ব্যবচ্ছেদের কৌশল। নীতিজ্ঞান হলো উপেক্ষিত। এসব মেধাদের প্রোগ্রাম শেখানোর পেছনে অনেক উদ্দ্যোগ নেওয়া হলেও তাদের কমপিউটার নীতিমালা শেখাতে ভুলে যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি।

পরিণামে ভাইরাস সৃষ্টিতে আজ বুলগেরিয়া বিশ্বের শীর্ষে। গত বছর যে ৩১৮টি ভাইরাসের উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে তার ৭৬টি এসেছে বুলগেরিয়া থেকে। পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না সেখানে। বুলগেরিয়াতে সফটওয়্যারের কোন কপিরাইট আইন নেই। এতে স্থানীয় প্রোগ্রামাররা নিরুৎসাহিত হচ্ছে মৌলিক সফটওয়্যার সৃষ্টিতে কারণ একটি মার্কিন প্রোগ্রামারের একশো ভাগের এক ভাগ পারিশ্রমিক পান তারা।

বোনচেভ বলেন, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজে অন্যের কাজের প্রতি সম্মানের অভাব একটা সাধারণ সমস্যা এবং আমার মনে হয় রাশিয়ার ভাইরাস লেখকরা কয়েক বছরের মধ্যেই ছাড়িয়ে যাবে বুলগেরীয়দের।'

কিছু ভাইরাস আবার একটা হাসির চুটকি বলে অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় অন্যগুলি ধ্বংস করে ডাটা। ডার্ক এ্যাভেঞ্জারের মূল প্রোগ্রামটি নিজের নামেই ছিল, (ডার্ক এ্যাভেঞ্জার)। এটি কমপিউটার ডিস্কের একটি অংশ জুড়ে একাধারে ওভাররাইট করে ফেলতো। এটি এত সুক্ষ্মভাবে ডাটাকে পাল্টে ফেলতো যে এটির মালিক কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর টের পেতেন সর্বনাশের আলামত। ডার্ক এ্যাভেঞ্জার আবার ভাইরাস দমন প্রোগ্রাম সমূহকে আক্রমণের ভাইরাসও ছাড়ে। এতে তার ভাইরাস দ্রুত বিকাশের পথ পায় এবং বিশ্বের প্রথম দশটি মারাত্মক ভাইরাসের তালিকায় তার ভাইরাস স্থান পায় প্রায়ই।

ভাইরাস দমন বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে ডার্ক এ্যাভেঞ্জার সম্ভবত চাকুরীতে হতাশগ্রস্থ এবং তার প্রতিভার সমকক্ষ কোন বড় চ্যালেঞ্জ বঞ্চিত একজন তরুণ। ডার্ক এ্যাভেঞ্জার 'ভাইরাস নিউজ ইন্টারন্যাশনালকে' দেয়া এই সাড়া জাগানো সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি 'এ্যানথ্রাক্স' ভাইরাসটি লিখতে এক সপ্তাহের কম সময় নিয়েছেন। ইলেকট্রনিক মেইল ম্যাসেজের মাধ্যমে দেয়া এই সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সেই সময়টিতে অনেক কাজ ছিল হাতে। আমার বিতৃষ্ণা জাগে কাজে। নিজেকে কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আমি এই ভাইরাসটি লিখার সিদ্ধান্ত নেই। আমি এ সময় যদি কমপিউটারে অবস্থান না করতাম তবে দ্বিতীয়বার আমি চাকুরীটি হারাতাম।'

ডার্ক এ্যাভেঞ্জার আরো জানান, তিনি অনুর্ধ ৩০। ভারি যন্ত্রসঙ্গীত পছন্দ করেন এবং ১৯৮২ থেকে কমপিউটার প্রোগ্রাম করছেন। একবার তিনি একজন ভাইরাস লেখকের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেখলেন যে সাধারণ ভাইরাস লেখকরা একেবারে নির্বোধ। তারা কোন কিছু সহজভাবে করতে জানে না এবং স্পষ্ট জিনিষ দেখতে জানে না।

ভাইরাস পত্রিকাটির সম্পাদক 'রে ও কোনেল' বলেন, 'তাকে একজন অতি সাধারণ কমপিউটার প্রোগ্রামার মনে হয় কিন্তু তার কোড দারুণ দুরভিসন্ধিমূলক তাই তিনিও মূলতঃ দুরভিসন্ধিমূলক ব্যক্তি। কেউ কেউ মনে করেন, ডার্ক এ্যাভেঞ্জার প্রকৃতপক্ষে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কমপিউটার সায়েন্স স্নাতকোত্তর। তাই বিদেশের কমপিউটার ভাইরাস বুলেটিন বোর্ডসমূহ দেখার সুবিধা তিনি পান। ডার্ক এ্যাভেঞ্জার বিদেশী এসব ভাইরাস বুলেটিন বোর্ডে লেখেন প্রায়ই।

বর্তমানে ভাইরাস দমন গবেষকরা বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈধ পথে এগিয়ে যাচ্ছেন ডার্ক এ্যাভেঞ্জারকে আঘাত করার জন্য। বৃটিশ গবেষক এ্যালেন সোলোমন সার্থকভাবে কিছু ভাইরাস বুলেটিন বোর্ডের অপারেটরদের বাধ্য করতে পেরেছেন এগুলি বন্ধ করে দিতে। তিনি বলেন, এটা কিছুটা ভাইরাস দমন গবেষক ও ভাইরাস লেখকদের মধ্যে দাবা খেলার মত। ডার্ক এ্যাভেঞ্জারকে দাবার কায়দায় চেকমেট করে কাউকে খুঁজে বের করতেই হবে যে কে এই ব্যক্তিটি।

রিফাত গওহর

SOFTWARE DEVELOPMENT & DATA ENTRY PROJECTS

We are looking for poeple who are interested in participating in Software Development and Data Entry projects. We are in the process of compiling a database with all the names and addresses of such programmers and data entry operators. If you have experience in programming, typing, managing people, writing technical papers, page making, drawing, then you should register yourself today. It is FREE!! However, this offer does not mean in any way (implied or explicit) that we will provide you with jobs or money.

FREE ! FREE ! FREE ! FREE !

Write your name, address, telephone number, and any experience you have in the above listed fileds and mail it to the following address :

Azadul Haq
North South University
Abedin Tower, House 35, Road 17, Banani, Dhaka